



109198 - যদি কটে মোবাইল থেকে কথিবা মুখস্থ থেকে কুরআন পড়ে তার সওয়াব কিকম হবে?

প্রশ্ন

যদি আমি মোবাইল থেকে কথিবা আমার মুখস্থ থেকে কুরআন পড়ি; মুসহাফ (গ্রন্থ) থেকে না পড়ি তাহলে কি আমার সওয়াব কম হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

কুরআন তলোওয়াতের ক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে- যত্নে পড়লে ব্যক্তির একাগ্রতা বাড়ে সত্নে তলোওয়াত করা। যদি মুখস্থ থেকে পড়লে একাগ্রতা বাড়ে তাহলে সটাই উত্তম। আর যদি মুসহাফ থেকে পড়লে কথিবা মোবাইল থেকে পড়লে একাগ্রতা বাড়ে তাহলে সটো করা উত্তম।

ইমাম নববী (রহঃ) ‘আল-আযকার’ গ্রন্থে (পৃষ্ঠা- ৯০-৯১) বলেন:

“মুসহাফ থেকে কুরআন পড়া মুখস্থ থেকে পড়ার চেয়ে উত্তম। আমাদের মাযহাবের আলমেগণ এমনটি বলছেন। সলফে সালহীনদের থেকেও এটাই প্রসঙ্গি অভিমত। তবে, এটি সর্বক্ষেত্রে নয়। বরং মুখস্থ থেকে তলোওয়াতকারীর তাদাব্বুর, তাফাক্কুর, মন ও দৃষ্টির উপস্থিতি এভাবে একত্রিত হয় যা মুসহাফ থেকে তলোওয়াতকারীর হয় না। অতএব, মুখস্থ থেকে তলোওয়াত করাই উত্তম। আর যদি উভয় প্রকারের পড়া সম-মানের হয় তাহলে মুসহাফ থেকে পড়াই উত্তম। সলফে সালহীনদের এটাই উদ্দেশ্য। [সমাপ্ত]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুসহাফে দৃষ্টি দায়ের ফযলিত সম্পর্কে কিছু দুর্বল হাদিস বর্ণিত হয়েছে যগুলো দিয়ে দলিল দায়ের উপযুক্ত নয়।

শাইখ বনি বায (রহঃ) কে জিজ্ঞেসে করা হয়েছে: মুসহাফ থেকে কুরআন পড়া কথিবা মুখস্থ থেকে কুরআন পড়ার মধ্যে সওয়াবের মধ্যে কিকোন পার্থক্য আছে? যখন মুসহাফ থেকে কুরআন পড়া হয় তখন কিকি দুই চোখ দিয়ে পড়াই যথেষ্ট; নাকি ঠোট নাড়তে হবে? নাকি শব্দও বের করতে হবে?



জবাবে তিনি বলেন: আমি এমন কোন দলিল জানিনি যে যাত্রে মুসহাফ থেকে কুরআন পড়া বা মুখস্থ থেকে কুরআন পড়ার মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। তবে, শরিয়তের বিধান হচ্ছে- তাদাব্বুর ও মনোযোগ দিয়ে পড়া। সটো মুসহাফ থেকে হোক কথিবা মুখস্থ থেকে হোক। পাঠকারী যদি নিজি শুনতে তখন এটাকে পড়া বলা হবে। শুধু চোখে দিয়ে দেখা যথেষ্ট নয়। অনুরূপভাবে উচ্চারণ না করে মনে মনে পড়াও যথেষ্ট নয়। সুনত হচ্ছে- তলোওয়াকারী উচ্চারণ করবে এবং তাদাব্বুর করবে। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেন: “এক মুবারক কতিব, আপনার প্রতিনিয়ালি করছে, যাত্রে মানুষ এর আয়াতসমূহে তাদাব্বুর করে (গভীরভাবে চিন্তা করে) এবং যাত্রে বোধশক্তসম্পন্ন ব্যক্তরি উপদেশে গ্রহণ করে।”[সূরা সোয়াদ, আয়াত: ২৯]

তনি আরও বলেন: তবে কতিরা কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা করে না? নাকি তাদের অন্তরসমূহে তালা রয়েছে?”[সূরা মুহাম্মদ ৪৭:২৪] সুতরাং মুখস্থ থেকে পড়া যদি অন্তরে একাগ্রতা ও গভীর চিন্তা-ভাবনা করার অধিক উপযুক্ত হয় তাহলে সটোই উত্তম। আর যদি মুসহাফ থেকে পড়া অন্তরে একাগ্রতা ও গভীর চিন্তা-ভাবনার অধিক উপযুক্ত হয় তাহলে সটোই উত্তম। আল্লাহই তাওফিকদাতা।[মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বনি বায় (২৪/৩৫২)]

এ আলোচনার পরপ্রিক্ষেতি স্পষ্ট হয়ে গেলে যে, আপনি যদি একাগ্র চিত্তে ও গভীর চিন্তা-ভাবনাসহ মোবাইল থেকে কুরআন পড়েন তাহলে ইনশাআল্লাহ আপনার সওয়াবে কমতি হবে না। কারণ মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- অন্তরে উপস্থিতি ও কুরআনের মাধ্যমে উপকৃত হওয়া।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।